২৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3 1 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ঃ ডোমারে গম না পেয়ে স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে অনেকে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী, ৩০শে মার্চ।—শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করায় উপকারের পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে কিছুটা। গম পাওয়ার আশায় কিছু ছাত্রছাত্রী স্কুলগামী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে গম দেয়া সম্ভব হয় না। তাই ক্ষুব্ধ অনেকে। এ কারণে কেউ কেউ স্কুলে আসা ছেড়েই দিয়েছে। ডোমার থানায় সরকারি, বেসরকারি ও প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ১শ' ৩২টি। এসবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৬ হাজার ৭৫। এদের মধ্যে গম পাচ্ছে মাত্র ৪ হাজারের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী। বাকি প্রায় ৩২ হাজারই গম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এরা প্রায় সবাই অতি অভাবী ঘরের। শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে এই থানায় ভূমিহীন দিনমজুর পরিবারের সন্তান। সেক্ষেত্রে এরাও গমের ভাগীদার। কিন্তু গম থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ, হতাশ অনেকে স্কুল আসা ছেড়ে দিয়েছে। গম কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না, এরকম ঘটনায় গ্রাম্য কোন্দল বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোগ আছে, এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলশিক্ষক নিজেদের পছন্দের লোকজনদের ছেলে-মেয়েকে গম পাওয়ার খাতায় তালিকাভুক্ত করেছেন। এতে রাজনৈতিক প্রভাবও খাটানো হচ্ছে।

ডোমার থানার ৩টি ইউনিয়নের ৪১টি স্কুলে গম দেয়া হচ্ছে। গম পাচ্ছে ৪ হাজার ২শ' ৯০ জন। এদের মধ্যে পরিবারের একক সংখ্যা হচ্ছে ৪ হাজার ১শ' ১৪ জন এবং একই পরিবারের একাধিক হচ্ছে ১শ' ৭৬ জন ছাত্রছাত্রী। এদের অধিকাংশ ঠকছে গমের ওজনে। প্রতিজনকে কম দেয়া হচ্ছে ১ থেকে ২ কেজি করে। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ ব্যাপারে বোড়াগাড়ি ইউনিয়নের একটি স্কুল কমিটির সদস্যকে জিজ্ঞেস করলে তারা অভিযোগ স্বীকার করেন, তবে বিতরণ থেকে বেঁচে যাওয়া গম দিয়ে তারা স্কুল মেরামতসহ স্কুলের অনুষ্ঠানাদির কাজে ব্যয় করে বলে জানায়। প্রতিমাসে তালিকাভুক্ত সব ছাত্রছাত্রীই গম পায় না। কারণ মাসে উপস্থিত থাকতে হবে শতকরা ৮০ দিন, অন্যথায় তাকে গম দেয়া হয় না। সে ক্ষেত্রেও কিছু ঘাপলা আছে বলে অনেকে ধারণা করেন। চলতি মাসের (মার্চ) প্রথম সপ্তাহে যাওয়া হয়েছিল থানা স্কুল কর্মকর্তার কাছে। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই থানায় গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত গম বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ মাসে কতটুকু গম বিতরণ করা হয়েছে বা বেচে যাওয়া গমের পরিমাণ কিংবা গম না পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। অথচ প্রতি মাসে উপস্থিতি-অনুপস্থিতির হিসেব-নিকেশ করেই গম বিতরণ করার কথা। এই থানায় প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সংখ্যা কিছু কম থাকলেও তদারকি কর্মকর্তার সংখ্যা রয়েছে পুরোপুরি।

থানায় ১ জন শিক্ষা অফিসার ও ৪জন সহকারী শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। তবে ৭০ জন হেড মাস্টারের স্থলে ৬৪ জন এবং ২শ' ৭ জন সহকারী শিক্ষকের স্থলে আছেন ১শ' ৭৬ জন। বেশকিছু স্কুলঘরের মেরামত বা সংস্কার করা এই থানায় জরুরি হয়ে পড়েছে। এসবের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে মেরামত প্রয়োজন সরকারি স্কুল ৩টি এবং বেসরকারি প্রায় ১২টি। মেরামত অভাবে উল্লেখিতসংখ্যক স্কুলে লেখাপড়া বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে।